كتاب المزارعة والمساقاة : চাষাবাদ ও বাগান চুক্তি পর্ব

1- عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله ﷺ عن المزارعة –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما المقصود بـ"المزارعة" في اصطلاح الفقه الإسلامي؟
2- ما سبب نهي النبي ﷺ عن المزارعة؟ وهل هو نهي تحريم أم نهي كراهة؟
3- هل النهي عن المزارعة يشمل جميع صورها؟ أم أن هناك صورا جائزة؟
4- كيف فرق الفقهاء بين المزارعة والمساقاة؟ وما أثر ذلك في الحكم؟
5- هل توجد حالات أجاز فيها بعض الصحابة أو الفقهاء المزارعة؟ وما دليلهم؟
6- ما أثر هذا النهي على المعاملات الزراعية في المجتمع الإسلامي؟
7- كيف يمكن التوفيق بين هذا الحديث وأحاديث أخرى ورد فيها جواز المزارعة؟
8- ما الضوابط الشرعية التي يجب توفرها في العقود الزراعية لتكون صحيحة؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله ﷺ عن المزارعة.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি কৃষি অর্থনীতি ও বর্গা চাষাবাদের একটি মৌলিক ও বিতর্কিত হাদিস। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২৩৪৩) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫৪৮) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ' এবং মুজারা'আ বা বর্গা চাষ নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে প্রধান দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

জাহেলি যুগে এবং ইসলামের শুরুর দিকে মদিনার লোকেরা জমি বর্গা দেওয়ার সময় এমন কিছু শর্ত করত যা ছিল অন্যায্য। যেমন—জমির নালার পাশের উর্বর অংশের ফসল মালিকের, আর বাকিটা কৃষকের। এতে কখনো মালিক পেত, কৃষক পেত না; আবার কখনো উল্টোটা হতো। এই 'গারার' (ঝুঁকি) ও বিবাদ দূর করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) রাফে ইবনে খাদিজ (রা.)-এর বর্ণনামতে মুজারা'আ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: আমর ইবনে দিনার (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন, আমি রাফে ইবনে খাদিজ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে: "রাসুলুল্লাহ (সা.)

'মুজারা'আ' (জমির ফসল ভাগাভাগির শর্তে বর্গা চাষ) করতে নিষেধ করেছেন।"

ব্যাখ্যা:

- **মুজারা'আ (المزارعة):** জমির মালিক জমি দেবে এবং কৃষক শ্রম দেবে, আর ফসল উভয়ে ভাগ করে নেবে—এই পদ্ধতিকে মুজারা'আ বলে।
- **নিষেধাজ্ঞার ধরন:** এই নিষেধাজ্ঞা কি সব ধরনের বর্গা চাষের জন্য, নাকি কেবল ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্য?
    - **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূল মত:** এই হাদিসের ভিত্তিতে তিনি মুজারা'আ বা বর্গা চাষকে সম্পূর্ণ **নাজায়েজ** বলেছেন।
    - **সাহিবাইন ও জুমহুর:** তাঁরা বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ওই নির্দিষ্ট পদ্ধতির জন্য যেখানে 'নির্দিষ্ট অংশের ফসল' (যেমন ১০ মণ বা নির্দিষ্ট কোণার ফসল) শর্ত করা হয়। যদি শতকরা হারে (অর্ধেক/এক-তৃতীয়াংশ) ভাগ হয়, তবে তা খায়বারের হাদিস অনুযায়ী জায়েজ।

৪. الحاصل (সমাপনী):

রাফে ইবনে খাদিজ (রা.)-এর মতে মুজারা'আ নিষিদ্ধ। তবে অন্যান্য সাহাবি ও ফকিহদের মতে, শর্তসাপেক্ষে (অনুপাত হারে) বর্গা চাষ জায়েজ। বর্তমানে সাহিবাইনের (জায়েজ হওয়ার) মতের ওপরই ফতোয়া।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. ফিকহুল ইসলামি এর পরিভাষায় 'মুজারা'আ' বলতে কী বোঝায়? (ما المقصود بـ"المزارعة" في اصطلاح الفقه الإسلامي؟)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'মুজারা'আ' (المزارعة) শব্দটি 'জারউন' (زرع) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—বীজ বপন করা বা চাষাবাদ করা। 'মুফাআলা' ওজনের কারণে এর অর্থ হলো—যৌথভাবে চাষাবাদ করা। একে 'মুখাবারা'ও বলা হয়।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায়:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

অর্থ: জমির মালিক এবং কৃষকের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যেখানে এক পক্ষ জমি সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম দেয় এই শর্তে যে, উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন—অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে।

যদি ফসলের ভাগ না দিয়ে নির্দিষ্ট টাকা (যেমন বছরে ১০ হাজার টাকা) ভাড়া ধরা হয়, তবে তাকে 'ইজারাতুল আরদ' (জমি ভাড়া) বলা হয়, মুজারা'আ নয়।

---

২. নবীজি (সা.) মুজারা'আ কেন নিষেধ করেছেন? এবং এই নিষেধাজ্ঞা কি 'হারাম' (তাহরিম) নাকি 'মাকরুহ' (কারাহাত)? (ما سبب نهي النبي ﷺ عن المزارعة؟ وهل هو نهي تحريم أم نهي كراهة؟)

উত্তর:

ক. নিষেধাজ্ঞার কারণ (সাবাব):

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ ছিল তৎকালীন মদিনায় প্রচলিত একটি কুপ্রথা। তারা জমি বর্গা দিত এই শর্তে যে, "নালার ধারের ফসল বা নির্দিষ্ট অংশের ফসল মালিকের, আর বাকিটা কৃষকের।"

এটি ছিল 'গারার' (অনিশ্চয়তা)। কারণ অনেক সময় নির্দিষ্ট অংশের ফসল নষ্ট হয়ে যেত, ফলে মালিক কিছুই পেত না অথবা কৃষক বঞ্চিত হতো। এই জুয়া সদৃশ অবিচার রোধ করতেই তিনি নিষেধ করেছিলেন।

খ. নিষেধাজ্ঞার ধরন (Nature of Prohibition):

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** তাঁর মতে, এই হাদিসের নিষেধাজ্ঞা **'নাহি তাহরিমি'** (হারাম)। তাই বর্গা চাষ নাজায়েজ।
- **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) ও জুমহুর:** তাঁদের মতে, এই নিষেধাজ্ঞাটি **'তানজিহি'** (অনুত্তম) অথবা এটি কেবল **'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ) শর্তযুক্ত** মুজারা'আর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহিহ বা সঠিক শর্তে মুজারা'আ করা জায়েজ। খায়বারের হাদিস এর প্রমাণ।

৩. এই নিষেধাজ্ঞা কি মুজারা'আর সকল পদ্ধতির ওপর প্রযোজ্য? নাকি কোনো বৈধ পদ্ধতি আছে? (هل النهي عن المزارعة يشمل جميع صورها؟ أم أن هناك صورا جائزة؟)

উত্তর:

এই নিষেধাজ্ঞা সকল পদ্ধতির (Surah) ওপর ব্যাপক নয়। বরং এটি শর্তসাপেক্ষ।

১. নিষিদ্ধ পদ্ধতি:

যদি চুক্তিতে বলা হয়:

- "মালিক ১০ মণ ধান পাবে, বাকিটা কৃষকের।" (কারণ ফসল ১০ মণের কমও হতে পারে)।
- "জমির উত্তর পাশের ফসল মালিকের, দক্ষিণ পাশের কৃষকের।"

এই পদ্ধতিগুলো সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ ও বাতিল।

২. বৈধ পদ্ধতি (জায়েজ):

যদি চুক্তিতে বলা হয়:

- "মোট উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক (৫০%) বা এক-তৃতীয়াংশ (৩৩%) মালিক পাবে, বাকিটা কৃষক পাবে।"

সাহিবাইন ও জুমহুর উলামার মতে, এই পদ্ধতিতে মুজারা'আ সম্পূর্ণ জায়েজ। কারণ এতে লাভ হলে উভয়ে পাবে, ক্ষতি হলে উভয়ে বহন করবে। এটি ইনসাফপূর্ণ। খায়বারের ইহুদিদের সাথে রাসুল (সা.) এই পদ্ধতিতেই চুক্তি করেছিলেন।

---

৪. ফকিহগণ 'মুজারা'আ' এবং 'মুসাকাত'-এর মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করেছেন? এবং হুকুমের ক্ষেত্রে এর প্রভাব কী? (كيف فرق الفقهاء بين المزارعة والمساقاة؟ وما أثر ذلك في الحكم؟)

উত্তর:

পার্থক্য:

১. বিষয়বস্তু:

- **মুজারা'আ:** এটি হয় **খালি জমিতে** (শস্য বা দানা চাষের জন্য)।
- মুসাকাত (Musaqat): এটি হয় গাছপালা বা বাগানে (ফলের জন্য, যেমন—খেজুর বা আঙ্গুর বাগান পরিচর্যা)। এখানে গাছ আগে থেকেই থাকে, শ্রমিক শুধু পানি দেয় ও যত্ন নেয়।

২. উৎস:

- মুজারা'আ এসেছে 'জারউন' (চাষ) থেকে।
- মুসাকাত এসেছে 'সাকইয়ুন' (পানি সেচ) থেকে।

হুকুমের প্রভাব:

- **হানাফি মাযহাবের আদি মত:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে মুজারা'আ এবং মুসাকাত—উভয়টিই নাজায়েজ।
- **পরবর্তী হানাফি ফতোয়া:** হানাফি মাযহাবে পরবর্তীতে সাহিবাইনের মত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, খায়বারের ঘটনায় রাসুল (সা.) ইহুদিদের সাথে খেজুর বাগানের (মুসাকাত) এবং জমির (মুজারা'আ) উভয় চুক্তি করেছিলেন। তাই উভয়টিই জায়েজ। তবে 'মুসাকাত' জায়েজ হওয়ার বিষয়টি 'মুজারা'আ'-এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

৫. সাহাবি বা ফকিহদের কেউ কি মুজারা'আ জায়েজ বলেছেন? তাঁদের দলিল কী? (هل توجد حالات أجاز فيها بعض الصحابة (أو الفقهاء المزارعة؟ وما دليلهم؟

উত্তর:

হ্যাঁ, অধিকাংশ সাহাবি এবং পরবর্তী ফকিহগণ মুজারা'আ জায়েজ বলেছেন।

যাঁরা জায়েজ বলেছেন:

হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ি (শর্তসাপেক্ষে), ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ.)।

তাদের দলিল:

সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হলো খায়বারের হাদিস।

عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

অর্থ: নবী করীম (সা.) খায়বারবাসীদের সাথে এই চুক্তিতে জমি দিয়েছিলেন যে, সেখান থেকে যে ফল বা ফসল উৎপন্ন হবে, তার অর্ধেক তারা পাবে (বাকি অর্ধেক নবীজি পাবেন)। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

এটি প্রমাণ করে যে, ফসলের অংশের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া সুন্নাহ সম্মত।

---

৬. ইসলামি সমাজে এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কী ছিল? (ما أثر هذا النهي على المعاملات الزراعية في المجتمع الإسلامي؟)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই নিষেধাজ্ঞার ফলে কৃষি ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এসেছিল:

১. শোষণ বন্ধ: ধনী জমিদাররা গরিব কৃষকদের ওপর যে অন্যায্য শর্ত চাপিয়ে দিত (যেমন—উর্বর অংশের ফসল নিজেরা রাখা), তা বন্ধ হয়ে যায়।

২. স্বচ্ছতা: চুক্তিতে অস্পষ্টতা দূর হয়। ফসল হোক বা না হোক—কৃষক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং মালিক যেন নিশ্চিত লাভ না খোঁজে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

৩. ইজারা ব্যবস্থার প্রসার: অনেকে মুজারা'আ (ভাগচাষ) ছেড়ে 'ইজারা' (টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া) পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা বিতর্কমুক্ত।

৪. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: লাভ-ক্ষতি উভয় পক্ষ ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়।

---

৭. মুজারা'আ নিষিদ্ধ হওয়ার হাদিস (রাফে) এবং জায়েজ হওয়ার হাদিস (খায়বার)-এর মধ্যে কীভাবে সমন্বয় (তাওফিক) করা যায়? (كيف يمكن التوفيق بين هذا الحديث وأحاديث أخرى ورد فيها جواز المزارعة؟)

উত্তর:

দুই ধরনের হাদিসের মধ্যে বিরোধ নিরসনের জন্য মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ ৩টি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন:

১. নাসখ (রহিতকরণ - দুর্বল মত): ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, রাফে (রা.)-এর হাদিসটি শেষের দিকের, তাই এটি খায়বারের হাদিসকে মানসুখ (রহিত) করে দিয়েছে।
২. বিষয়ের ভিন্নতা (গ্রহণযোগ্য মত): সাহিবাইন ও জুমহুর বলেন, রাফে (রা.)-এর হাদিসে যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, তা হলো 'ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ মুজারা'আ (যেখানে নির্দিষ্ট অংশের ফসল শর্ত করা হয়)। আর খায়বারের হাদিসে যে বৈধতার কথা আছে, তা হলো 'সহিহ' মুজারা'আ (যেখানে শতকরা হারে ভাগ হয়)।
৩. উপদেশমূলক (তানজিহ): কারো কারো মতে, নিষেধাজ্ঞাটি ছিল 'পরামর্শমূলক'। অর্থাৎ জমি ভাড়া দেওয়ার চেয়ে ভাইকে বিনামূল্যে চাষ করতে দেওয়া উত্তম। এটি আইনি নিষেধাজ্ঞা নয়।
সিদ্ধান্ত: দ্বিতীয় মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। অর্থাৎ সঠিক শর্তে মুজারা'আ জায়েজ।

---

৮. কৃষি চুক্তি বা বর্গা চাষ সহিহ হওয়ার জন্য শরয়ী শর্তাবলি (দাওয়াবিত) কী কী? (ما الضوابط الشرعية التي يجب توفرها في العقود الزراعية لتكون صحيحة؟)

উত্তর:
সাহিবাইন ও জুমহুরের মতে, মুজারা'আ সহিহ হওয়ার শর্তগুলো হলো:
১. জমির উপযোগিতা: জমি চাষাবাদের উপযুক্ত হতে হবে।
২. মালিক ও কৃষকের যোগ্যতা: উভয়কে সুস্থ মস্তিষ্ক ও বালেগ হতে হবে।
৩. মেয়াদ নির্ধারণ: চাষাবাদের সময়সীমা (যেমন—৬ মাস বা ১ বছর) উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. বণ্টন হার: ফসলের ভাগ কে কতটুকু পাবে (যেমন—অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ), তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন ১০ মণ) ধরা যাবে না।

৫. বীজ: বীজ কে সরবরাহ করবে, তা চুক্তিতে পরিষ্কার থাকতে হবে।

৬. দখল হস্তান্তর (তাখলিয়া): মালিক জমিটি কৃষকের দখলে ছেড়ে দেবে যাতে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

এই শর্তগুলো মানলে বর্গা চাষ সম্পূর্ণ হালাল ও বৈধ।